সমকাল

তারিখ 16 SEP 2015
পৃষ্ঠা 13 কলাম 2

প্রশ্ন ফাঁস করেই কোটিপতি ছাত্রদল নেতা রানা

আতাউর রহমান

জসিম সিকদার রানা। ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক। ছাত্রদলের নেতা হয়েও গত বছরগুলোতে আন্দোলনে জ্বালাও-পোড়াওয়ে নেই তিনি। নাশকতার কোনো মামলাও নেই। মিছিল-মিটিংয়েও যান না। তবু দলের 'দুঃসময়ে' বড্ড ভালোই আছেন তিনি। পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৬

প্রশ্ন ফাঁস করেই কোটিপতি

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

দুই হাতে কামাচ্ছেন লাখ লাখ টাকা। ঢাকায় করেছেন দুটি ফ্ল্যাট। আর কুয়াকাটায় বিঘা বিঘা জমি। এর সবই করেছেন চাকরি আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করে।

এই রানা কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি বা পাবলিক সার্ভিস কমিশনে (পিএসসি) নন ক্যাডার পদে চাকরি দিতে শুধু জালিয়াতিই করেন না: পরীক্ষা শুরুর আগে কেন্দ্রে যে প্রশ্নপত্র দেওয়া হয়, তা তিনি আগেই পেয়ে যান। লাখ লাখ টাকার বিনিময়ে তা তুলে দেন চাকরিপ্রার্থীদের হাতে। চাকরিপ্রার্থী মেধাবী না হলেও চলে। শুধু টাকা দিলে রানার মেধাবী গ্রুপই তাদের হয়ে পরীক্ষা দিয়ে দেয়। চাকরিও হয়ে যায়। এ জন্য খোদ পাবলিক সার্ভিস কমিশন আর কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে এই রানার রয়েছে শক্তিশালী সিন্ডিকেট। পরের জন্য নয়, নিজের জন্যও করেছেন তিনি। নিজে এখনও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের গণ্ডি পার হতে না পারলেও বছরখানেক আগে বেসরকারি একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভুয়া সনদ কিনে তা ব্যবহার করেই বাগিয়ে নিয়েছেন ডাক বিভাগে সহকারী প্রকৌশলী পদের চাকরি।

গত শনিবার রাতে জসিম সিকদার রানা ও তার সিন্ডিকেটের সদস্য পিএসসির এমএলএসএস আকবর হোসেনসহ ৬ সহযোগী ডিবি পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়ার পর বেরিয়ে আসে এসব তথ্য। বর্তমানে তিনি ডিবি পুলিশের রিমান্ডে রয়েছেন। আজ বুধবার তাকে আদালতে হাজির করে নতুন করে রিমান্ড আবেদন জানাবে পুলিশ।

রানাকে গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেওয়া ডিবি পুলিশের সাইবার ক্রাইম টিমের সিনিয়র সহকারী কমিশনার নাজমুল ইসলাম সমকালকে জানান, রানা জিজ্ঞাসাবাদে প্রশ্নপত্র ফাঁস সম্পর্কে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছে। তার সিন্ডিকেটের বেশ কয়েকজন সদস্যের নাম পাওয়া গেছে। তাদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

ডিবি পুলিশের এ কর্মকর্তা জানান, রানা দীর্ঘ দিন ধরে প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত হলেও তিনি ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিলেন। সর্বশেষ পিএসসির উপসহকারী প্রকৌশলী পদে লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করলে প্রযুক্তির সহায়তায় তাকে চিহ্নিত করে গ্রেফতার করা হয়। রানা ও অন্যান্য আসামির জিজ্ঞাসাবাদে পাওয়া তথ্য সম্পর্কে জানতে চাইলে ডিবি কর্মকর্তা নাজমুল বলেন, রানা চরম সরকারবিরোধী মনোভাবাপন্ন। তার কথাবার্তায় মনে হচ্ছে, টাকা-রুজির পাশাপাশি প্রশ্নপত্র ফাঁস করে সরকারকে বিব্রত অবস্থায় ফেলাও তার টার্গেট। এ কাজ নিজে একা করছে বলে স্বীকার করলেও ধারণা করা হচ্ছে, প্রশাসনে ঘাপটি মেরে থাকা সরকারবিরোধী শক্তিশালী চক্র তার পেছনে রয়েছে। এসব তথ্য উদ্ঘাটনে তাকে আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আদালতের কাছে সময় প্রার্থনা করা হবে।

ডিবি সূত্র জানায়, রানা মূলত পিএসসির নন ক্যাডার পদের উপসহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য বিভাগ, গণপূর্ত বিভাগ ও ডাক বিভাগে উপসহকারী প্রকৌশলী পদের চাকরিতে প্রশ্নপত্র ফাঁস করেন। এ ছাড়া তার সিন্ডিকেট ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট বানিয়ে বা এসএসসি পরীক্ষার নম্বরপত্র ও সনদ জাল করে শিক্ষার্থীদের কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে ভর্তি করিয়ে থাকে। চাকরি দিতে যাদের কাছ থেকে সে টাকা নেয় তাদেরকে পরীক্ষার অন্তত এক সপ্তাহ আগেই রাজধানীর আবাসিক হোটেলে আটকে রেখে মোবাইল ফোন জব্দ করে দেয়, যাতে তার ফাঁস করা প্রশ্ন ওই প্রার্থীরা বাইরে আবার ফাঁস করে দিতে না পারে। গত সপ্তাহে অনুষ্ঠিত পিএসসির উপসহকারী প্রকৌশলী পদে চাকরির লিখিত পরীক্ষায় রানা অন্তত ৫০ জনের কাছ থেকে ৮ লাখ করে টাকা নিয়েছে বলে ওই সূত্রটি জানায়।

সূত্র জানায়, বিভিন্ন সময়ে রানার মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে যেসব ব্যক্তি চাকরি পেয়েছেন তাদের সঙ্গেও রানা নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। প্রতি ঈদে তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে ফোন দিয়ে ১০ হাজার থেকে শুরু করে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঈদের বখশিশ নেয়। এর আগে প্রশ্নপত্র ফাঁস করে চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে পদভেদে ৮ থেকে ১২ লাখ করে টাকা নেয়। এভাবে সে রাজধানীর বনশ্রীসহ অন্য একটি এলাকায় দুটি ফ্ল্যাট কিনেছে। অন্তত তিন কোটি টাকা খরচ করে কুয়াকাটায় নামে-বেনামে কিনেছে কয়েক বিঘা জমি।

রানা এতদিন ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিলেন কীভাবে– জানতে চাইলে ডিবি পুলিশের একটি সূত্র জানায়, ডিবি পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়ার পর বেরিয়ে যাওয়ার জন্য নানাভাবে চেষ্টা চালায়। সরকারি প্রতিষ্ঠানের কয়েক কর্মকর্তাও তাকে ছাড়িয়ে নিতে ডিবি পুলিশে ফোন দেন।